উত্তর সাগর তীরে

আবদুর রহিম

জিয়া বিমান বন্দরে চেক-ইন কাউন্টার। কাউন্টারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ভীষণ ব্যস্ত। আমার মত নিরামিষ যাত্রীর দিকে নজর দেয়ার তার সময় নেই। ছোট্ট একটা স্যুটকেসই আমার ভ্রমণসঙ্গী। এটা ওজন করতে সময় তেমন লাগবে না। কিন্তু কাউন্টারে দাঁড়ানো উদ্বিগ্ন এক ব্যক্তির সাথে রফা না হওয়া পর্যন্ত আমাকে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। ইতিমধ্যে ওজন পরিমাপ যন্ত্রের উপর রক্ষিত জ্যাম্বো সাইজের প্যাট্রার ভাগ্য নির্ধারিত হওয়ার আগে অন্য যাত্রীর দিকে নজর দেয়া সম্ভব হচ্ছে না সিভিল এ্যাভিয়েশনের কর্মকর্তার। বার্মিংহামগামী যাত্রীকে কর্মকর্তা জানালেন, অতিরিক্ত ওজনের জন্য অতিরিক্ত মাশুল দিতে হবে এবং তার পরিমাণ মাত্র পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা। যদিও যাত্রীর চেহারা ব্যবসায়ী ব্যবসায়ী তিনি জানালেন, তিনি সাংসারিক জিনিসপত্র নিয়ে যাচ্ছেন, তার কর্মস্থল বার্মিংহামে। বার্মিংহাম ও বিলেতের বিভিন্ন স্থানে বাংলাদেশের পোশাকের ব্যবসা ভালই চলছে। এ ধরনের বিরাট পোঁটলা-পাটলি যায় বিভিন্ন দেশে আইনের চোখকে ফাঁকি দিয়ে। যাত্রী-কর্মকর্তার নরম-গরম আলোচনা চললো বেশ কিছুক্ষন। যাত্রী একটু সরে গিয়ে তার এক সহযোগীকে জানালেন, বিশ হাজারে রফা হয়েছে। হঠাৎ যাত্রী ভদ্রলোক আমার কাছে জিজ্ঞেস করলেন, আমিও কি বার্মিংহামের যাত্রী। তার সহযাত্রী হলে আমার ঘাড়ে চাপানো যেতো। কিছু ওজন এবং তার অর্থদন্ডও অনেকটা কমতো। চেক-ইন অফিসারকে ‘চেকমেট’ করতে পারতেন ওর দ্বারা। আমার বর্তমান গন্তব্য দুবাই, এবং ওখান থেকে নরওয়ে, জেনে খুশী হতে পারলেন না ভদ্রলোক। সুযোগ পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, বার্মিংহামে কিসের ব্যবসা উনার। বললেন, বার্মিংহামে তার বোন থাকে, তারই মালামাল নিয়ে যাচ্ছেন। দরাদরি করে অতিরিক্ত মালের জন্য অর্থ কম দিয়ে পার হয়ে গিয়েই এসব লোক বাংলাদেশে বিরাজমান দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিশ্ব জনমত তৈরীতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করার মত আরো এমন বহু ঘটনা আমাদের চোখে পড়ে। অবশ্যি চোখ যদি খোলা থাকে। মধ্যম স্তরের এক সরকারী কর্মকর্তা জনৈক ঠিকাদারের কাছ থেকে বড় পরিমাণের উৎকোচ গ্রহণের পর, বাড়ী ফেরার পথে প্রকাশ্য দিবালোকে ছিনতাইকারীদের খপ্পরে পড়ে তার সেদিনের ‘রোজগার’ টা হারান। এ ব্যাপারে তিনি থানায় একটি কেস্ করতে গিয়ে, দেশে রাহাজানি ও দুর্নীতি বেড়ে যাওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ঘটনাটা থানায় লিপিবদ্ধকারী এএসআই বলেন, আমরা প্রায়ই এ ধরনের “সৎ লোকদের” সান্নিধ্যে এসে থাকি।

এক কথা থেকে অন্য কথায় চলে গেলাম। বিমান বন্দরে রোজই কিছু না কিছু অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটছে। কোনটা সংবাদ মাধ্যমে স্থান পায়, কোনটা রয়ে যায় সাধারণ মানুষের অগোচরে। সেদিন ইমিগ্রেশনের ফরম পূরণ করে সিকিউরিটি এরিয়াতে ঢুকেই শুনতে পাই হৈ চৈ। ক্রমশঃ হৈ চৈ-এর মাত্রা বাড়তে থাকায় পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেলাম অকুস্থলে। হাত পা নেড়ে এক ব্যক্তি সিকিউরিটি অফিসারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে ভেতরে ঢুকতে চেষ্টা করছেন। ভদ্রলোক কলকাতার যাত্রী, হংকং থেকে এসেছেন, ঢাকায় যাত্রাবিরতির পর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করবেন। আমাকে সামনে পেয়ে জানালেন, পুলিশ অফিসার অনাহূতভাবে তাকে হেরাস করছে। পুলিশ অফিসারের ভাষ্য, ভদ্রলোক এবং তার মত আরো অনেকে নিয়মিতভাবে ঢাকা হয়ে হংকং-কলকাতা যাতায়াত করে থাকেন এবং এ ধরনের লোক মোবাইল ফোনের অবৈধ ব্যবসায় লিপ্ত।

আজ এ ভদ্রলোক গোটা কয়েক মোবাইল ফোন সিকিউরিটি এরিয়ার বাইরে গিয়ে নির্ধারিত ব্যক্তির কাছে হস্তান্তর করে ফিরে আসার পথে বাধা পান পুলিশের কাছেও, সিকিউরিটি দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার জানালেন। ঢাকাকে কিছু চোরাচালানী স্মাগলিং-এর রুট হিসাবে ব্যবহার করছে। আমাকে সামনে পেয়ে কলকাতার যাত্রী বললেন, আমার মত লোক কি এ ধরনের ক্রাইম করতে পারে? পুলিশের

অনড় মনোভাব দেখে ভদ্রলোকের হম্বিতম্বি একটু কমলো। এবার তার কণ্ঠস্বর কিছুটা ক্ষীণ। এ সময় বিমানের চড়ার ডাক পড়ায় চলে গেলাম। ঘটনার পরিসমাপ্তি জানা হলো না। তবে প্রায়ই সংবাদে দেখি, বিমান বন্দরে কোটি কোটি টাকার জিনিসপত্র বা কাঁচা টাকাও মালিকবিহীনভাবে পাওয়া গেছে। এসব অশরীরী মালিকদের প্রায়ই খুঁজে পাওয়া যায় না। কলকাতার যাত্রী এ অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার নিমিত্তে বললেন, তিনি একজন হার্টের রুগী। এতেই কাজ না হওয়ায় ভদ্রলোক জানালেন, তিনি একজন মুসলমান। তবে তাৎক্ষণিকভাবে তার ধর্মীয় পরিচয় জানার লক্ষ্যে কোন কার্যক্রম গ্রহণের আগেই আমি দুবাইগামী বিমানের উদ্দেশ্যে চলে গেলাম।

ভালোয় ভালোয় দুবাই হয়ে ফ্রাংকফুর্ট ছুঁয়ে মধ্যরাত্রে পৌঁছলাম ছিমছাম ওসলো বিমান বন্দরে। পরিচ্ছন্ন বিমান বন্দরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে যেন যাত্রীদের মালামাল বহনের ট্রলির ডিজাইন করা হয়েছে শৈল্পিক দৃষ্টিকোন নিয়ে। ইউরোপ, আমেরিকার বিমান বন্দরে এরকম মি এন্ড কি ট্রলি আমার চোখে পড়েনি। তবে আমেরিকার সেন্টলুইস বিমান বন্দরে রেস্টু আরামদায়ক। যাত্রীদের সাথে আচরণও দেখেছি একবার, বেশ উন্নত। চেক-ইন কাউন্টারে নিয়োজিত মহিলা অফিসার আমার টিকেটটি হাতে নেয়ার আগেই সাদর সম্ভাষণ করে জানতে চাইলেন, আজ আমি কেমন আছি? এর অর্থ হয়, সচরাচরই আমার সাথে তার সাক্ষাৎ হয়, এমনকি গতকালও হয়েছে। এ হলো এক ধরনের পেশাগত এ টিকেট, যা সব জায়গায় পাওয়া যায় না। মস্কো বিমান বন্দর দিয়ে যাবার যাদের সুযোগ হয়েছে এবং যারা এয়ারোফ্লোটে ভ্রমণ করেছেন, তারা জানেন, রাশিয়ার বিমান বন্দরে কিভাবে যাত্রীদের “আপ্যায়ন” করা হয়।

ওসলো বিমান বন্দর মধ্যরাত্রে কিছুটা নীরব। নিজের ব্যাগেজ নিয়ে বেরুলাম, ধীরে সুস্থে। বিমান বন্দর থেকে আমার জন্য নির্ধারিত হোটেলে যাওয়া যায় স্যাটেল বাস-এ করে। বিমান বন্দরে কর্মরত এক ব্যক্তি জানালেন, রাত বারোটার পর স্যাটেল বন্ধ থাকে। শুরু হয় আবার ভোর ছ'টায়। আধঘন্টা পর পর শহর থেকে বিমান বন্দর চলে এ পরিবহন। অগত্যা, কি করা এক ট্যাক্সি নিয়েই যাত্রা করলাম রিকশা হোটেলের উদ্দেশ্যে। পথে মধ্যবয়সী ট্যাক্সি চালকের কাছে থেকে জেনে নিলাম, আমার গন্তব্যস্থানের দূরত্ব ও ওখানে পৌঁছার সময়। আধঘন্টার মধ্যে পৌঁছে গেলাম হোটেল প্রাঙ্গণে। বিপত্তি দেখা দিলো, ভাড়া দিতে গিয়ে। আমার কাছে আছে ডলার, ভাড়ার হিসেব বললো, ক্রোনার এ। যাক অবশেষে ট্যাক্সি চালক ডলারেই ভাড়া নিয়ে ও শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নিলো।

মধ্যরাত্রিত নীরব হোটেলচত্বর। দরজা পেরিয়ে রিসেপশন কাউন্টারে দেখা মেললো এক মহিলা কর্মচারীর। মহিলা জানতে চাইলেন কয়দিন থাকবো, পেমেন্ট ক্রেডিট কার্ড-এ করবো না, ক্যাশ দিবো। জানালাম, শুধু একদিন থাকবো, আর ইতিমধ্যে আমার রুম বুক করা আছে। খাতা দেখে ভদ্রমহিলা জানালেন, ঠিক আছে ও সাথে সাথে রুমের চাবিও দিয়ে বললেন, ব্রেক ফাষ্ট শুরু হয় সকাল ছ'টায়। ডলার ভাঙ্গাবার প্রয়োজন আছে বলায়, তিনি জানালেন, হোটেলে ভাঙ্গালে ক্রোনার কম পাবো, বিমান বন্দরের রেট ভালো। তাছাড়া ভোর ছ'টা থেকে স্যাটেল চলবে, অতএব বিমান বন্দর যেতে কোন অসুবিধে হবে না।

পরদিন সকালে ব্রেকফাষ্ট সেরে পি.ই.এন কর্মকর্তাদের সাথে ফোনে যোগাযোগ করে জানলাম, বিমান বন্দর এবং বিশেষ এক কাউন্টার থেকে ট্রমশোর জন্য টিকেট সংগ্রহ করতে হবে। স্যাটেল বাস-এর এক সহযাত্রীর কাছে শুনলাম, এ ভ্রমণের জন্য চল্লিশ ক্রোনার দিতে হয়। বিমান বন্দরে স্যাটেল পৌঁছার পর চালককে চল্লিশ ক্রোনার দিতে গেলে ও বললো, ‘থাক’। অর্থাৎ পয়সা লাগবে না। কিন্তু আমিতো ওর অনুকম্পা গ্রহণ করতে নারাজ। ভাড়াটা গুণে গুণে দিলাম। পরে জেনেছি ‘থাক’ (Thak) মানে নরওয়েজিয়ান ভাষায় ধন্যবাদ।

আবদুর রহীম, বরিশাল